সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা ❑ পৌষ-১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণের ২ | কুমিল্লায় জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ ৩ | পটুয়াখালীতে 'মুগডাল সেবা' ৪ | শুধু ভাত নয়, পাশাপাশি ফলও ৫ | সিলেটে 'মা ও শিশুর খাদ্য' শীর্ষক ৬

সবজি আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় সবজি মেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার এবং মেলা পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সবজি আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর ও অর্থনীতির একটা বিশেষ দিক। এর মাধ্যমে আমরা রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে পারব। কৃষিকে বহুমুখীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। শুধু গার্মেন্টসের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা কৃষিসহ অন্যান্য সেক্টরকে এগিয়ে নিতে কাজ করছি। ০৩ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে জাতীয় এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ধান চাষসহ সকল কৃষি উৎপাদন যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে করতে হবে- কৃষি সচিব

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ পর্যবেক্ষণ করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ধান চাষসহ সকল কৃষি উৎপাদন যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বাস্তবায়নে, সমকালীন চাষাবাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রাইসট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ এর আওতায়, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ মজলিশপুর, মৈন্দমাঠ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায়, কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান-কৃষক যেন যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ধান উৎপাদন করে ধানের উৎপাদন খরচ কমিয়ে ধানের ন্যায্যমূল্য পায়। পরবর্তীতে এই কৃষক ধান চাষে আরো আগ্রহী হয়ে বেশি ধান উৎপাদন করবেন। তিনি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় তিনি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কর্মীদেরকে কৃষিবান্ধব সরকারের নানা টেকসই কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

জনাব হায়াত-উদ-দৌলা খান, জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রমুখ।

ফসলের উৎপাদন খরচ কমাতে সোলার পাম্প অনন্য

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব ড. সুলতান আহমেদ, সদস্য পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ফসলের উৎপাদন খরচ কমাতে সোলার পাম্প অনন্য। এর মাধ্যমে বোরো মৌসুমে সেচের কাজ হয়। পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি এবং ঘরের বিদ্যুত ব্যবহারে পাওয়া যায় বাড়তি সুযোগ। নেই জ্বালানি ব্যয়। নেই কোনো দূষণ। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ঝালকাঠির নলছিটিতে ব্রি ভ্রাম্যমাণ সোলার প্যানেলভিত্তিক পাম্প, ধান মাড়াইযন্ত্র ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ) ড. সুলতান আহমেদ এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ধান-নদী-খাল এ তিনে বরিশাল। দক্ষিণাঞ্চলের সে ঐতিহ্য ফিরে আনতে প্রয়োজন বোরো মৌসুমে চাষাবাদ বাড়ানো। আর সহায়ক হিসেবে সোলার পাম্প রাখতে পারে বিরাট ভূমিকা। সোলার পাম্প প্রকল্পের আয়োজনে এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএআরসির সদস্য পরিচালক (প্রাণিসম্পদ বিভাগ) ড. নাজমুন নাহার করিম ও প্রকল্পের কনসালট্যান্ট ড. মো. সিরাজুল ইসলাম।

এনএটিপি ফেইজ-২'র অর্থায়নে ব্রি অঙ্গে ইতোমধ্যে ৬ উপজেলার কৃষকগ্রুপের মধ্যে বিনামূল্যে সোলার পাম্প বিতরণ করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের এসব উপজেলাগুলো হচ্ছে বাকেরগঞ্জ, উজিরপুর, ঝালকাঠি সদর, নলছিটি, পিরোজপুর সদর এবং নাজিরপুর। অনুষ্ঠানে সোলার পাম্প মেকার এবং ইলেকট্রিসিয়ানসহ নলছিটি এবং ঝালকাঠি সদরের ২০ জন চাষিকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৮ সময়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গত এক বছরে

লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণের অগ্রযাত্রায় কৃষি

১. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন (৪৩২.১১ লাখ মেট্রিক টন) লক্ষ্যমাত্রা (৪১৫.৭৪ লাখ মেট্রিক টন) ছাড়িয়ে গেছে। দেশ আজ চালে উদ্বৃত্ত; ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। ভুট্টা উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪৬ লক্ষ মে:টন;

২. নিবিড় চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সবজি উৎপাদন বেড়ে ১ কোটি ৭২ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত এবং বিশ্বে সপ্তম; ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আলু উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ মেট্রিক টন;

৩. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আম উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং পেয়ারায় অষ্টম। আম উৎপাদন প্রায় ২৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

৪. আলুসহ বিভিন্ন সবজি, ফল ও ফুল রপ্তানি সম্প্রসারণের নিমিত্ত উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। যশোরের গদখালির পলিহাউসে রপ্তানিযোগ্য ফুল এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনের উদ্যোগ দেশি-বিদেশি মহলে প্রশংসিত হয়েছে;

৫. কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও নিরাপদ সবজি/ফল সহজলভ্য করার নিমিত্ত ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে যেখানে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বাজারজাত করছে। ক্রমান্বয়ে এই ব্যবস্থা জেলা-উপজেলা শহরে সম্প্রসারিত হবে;

৬. ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সহায়তা অব্যাহত আছে। এছাড়াও কাজু বাদাম, কফি ইত্যাদি অর্থকরি ফসল চাষ ও বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

৭. ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সারের মূল্য ৪ দফা কমিয়ে প্রতি কেজি টিএসপি ৮০ টাকা থেকে কমিয়ে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৫ টাকা নির্ধারণ করেছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষক পর্যায়ে ডিএপি সারের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা করা হয়েছে;

৮. বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ৯৬০ কোটি ৩৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৮৬ লাখ ৪০ হাজার ৪৪ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৩ কোটি ১৫ লাখ ৬২ হাজার টাকা কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;

(চলবে)

রাঙ্গামাটিতে কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, ঢাকা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন সিএইচটি (এসআইডি-সিএইচটি)-ইউএনডিপি'র বাস্তবায়নে এবং ড্যানিডার অর্থায়নে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভাকক্ষে দিনব্যাপি সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা - কৃষক মাঠ স্কুল বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ভর্তুকি দিয়ে কৃষককে সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি দিচ্ছে। স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করেছে। তিনি আরো বলেন পার্বত্য জেলার সাধারন জনগনের শান্তি ও উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি করেছিলো। যার সুফল এখনো পার্বত্যবাসী ভোগ করছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরাএ জেলার ভৌগলিক পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, জেলা পরিষদ সদস্য সাধন মনি চাকমা ও সান্তনা চাকমা, বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীরোত্তম চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান দুর্গেশ্বর চাকমা প্রমুখ।

কুমিল্লায় জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ বিনাধান-২০ এর কৃষক মাঠ দিবস

সোনার বাংলা সোনার দেশ সোনালী ফসলে ভরবো দেশ। এ উদ্দিপনা নিয়েই ধানের অধিক ফলনের পিছনে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) রয়েছে উল্লেখ যোগ্য অবদান। এর মধ্যে বিনাধান ২০ খুবই কার্যকর একটি ধানের জাত। কারণ এ ধানে ২৬.৫ পিপিএম জিংক এবং ২০-৩০ পিপিএম আয়রন থাকে। এর জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। আয়রন সমৃদ্ধ হওয়ায় চালের রঙ লালচে রঙের এবং চাল চিকন। আমন মৌসুমে এ জাতটি ৫.৫ টন হেক্টরপ্রতি ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতটি পোকা ও রোগ সহনশীল জাত। বিশেষ করে বাদামি গাছফড়িং মধ্যম মাত্রায় প্রতিরোধী। এর চাষাবাদ প্রচলিত আমন ধানের মতই এবং পোকা ও রোগ দ্বারা তেমন আক্রান্ত হয় না তাই উৎপাদন খরচ কম হয়। বিনাধান-২০ এর সার্বিক বিষয়ে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার জেলখানাবাড়ী ব্লকে, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সদর দক্ষিণ এর সহযোগীতায়, উপসহকারী কৃষি অফিসার আমেনা খাতুনের পরামর্শে, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ কৃষক মো. হারুনের রশীদের জমিতে বিনাধান-২০ এর মাঠ দিবস পালন করা হয়। আলহাজ মো. সিরাজুল ইসলাম, সভাপতি কৃষকলীগ, সদর দক্ষিণ উপজেলা সভাপতিত্বে মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোসা. সিফাতে রাব্বানা খানম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ব্লুগোল্ড কর্মসূচির মাধ্যমে ফসলের চাষাবাদ ও উপকারভোগীদের আয় শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি সম্ভব

কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনি, কৃতসা, খুলনা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মাহফুজ হোসেন মিরদাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ ও কো-অর্ডিনেশন) সরেজমিন উইং, ডিএই

ব্লুগোল্ড কর্মসূচীর আওতায় আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে শতকরা ১০ ভাগ ফল,সবজি এবং মাঠ ফসলের চাষাবাদ বাড়বে সেইসাথে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উপকারভোগীদের শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ০৮ জানুয়ারি ২০২০ খুলনার দৌলতপুরস্থ হর্টিকালচার সেন্টার অডিটোরিয়ামে ব্লুগোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত রিভিউ এন্ড প্লানিং কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মাহফুজ হোসেন মিরদাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ ও কো-অর্ডিনেশন) সরেজমিন উইং, ডিএই, বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনার আমতলীসহ উপকুলীয় অঞ্চলে এ কর্মসূচী ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে। সমন্বিত ও শস্য বহুমুখীকরনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প এলাকায় প্যাকেজ আকারে গ্রহন করা হয়েছে।

কৃষিবিদ এস এম ফেরদৌস, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট খুলনা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মো হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে রংপুর অঞ্চলে কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মিঠাপুকুর রংপুর এর আয়োজনে দিনব্যাপী কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. সরওয়ারুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মিঠাপুকুর, রংপুর এর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বলেন, রংপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার প্রতিটি উপজেলার ১টি করে ইউনিয়নে এ রকম কৃষি উৎসবের আয়োজন করায় এ অঞ্চলের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কৃষিজীবীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। শুধু রংপুর অঞ্চলে নয় সারা দেশব্যাপী এই দিনে প্রতিটি উপজেলার ১টি ইউনিয়নে কৃষি উৎসব আয়োজন করা গেলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গতিশীলতা আনায়নের পাশাপাশি কৃষকরা দারুণভাবে উৎসাহিত হবে।

কৃষি উৎসবে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন স্টল থেকে কিষান-কিষানি কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

পটুয়াখালীতে 'মুগডাল সেবা' অ্যাপস সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পচালক (আইসিটি উইং) ড. এম. শাহাব উদ্দিন

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রের (সিমিট) আয়োজিত 'মুগডাল সেবা' অ্যাপস সম্পর্কিত কর্মশালা ১৩ জানুয়ারি ২০২০ পটুয়াখালিরকমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সেন্টারের (কোডেক) প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পচালক (আইসিটি উইং) ড. এম. শাহাব উদ্দিন।

তিনি বলেন, আমাদের ফসলের উৎপাদন আশাব্যঞ্জক। এখন দরকার কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণ। এজন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন অ্যাপস চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক তথ্য চাষি সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া আবহাওয়া সংক্রান্ত অগ্রীম সংবাদ পেয়ে তারা নিতে পারবেন দ্রুত পদক্ষেপ।

ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই পটুয়াখালির উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত এবং বরগুনার উপপরিচালক মো. মতিয়ুর রহমান।

সিমিটের হাব কো-অর্ডিনেটর হীরা লাল নাথের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সহিদুল ইসলাম খান, পিএসও ড. মো. ইদ্রিস আলী হাওলাদার, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. পুর্ণেন্দু বিশ্বাস, ব্লু গোল্ডের জয়েন্ট ম্যানেজার তানভির ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অফিসার মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, ডিএইর কৃষি অর্থনীতিবিদ রেহানা সুলতানা প্রমুখ।

কর্মশালায় কৃষক, মুগডাল ব্যবসায়ীসহ ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ব্লুগোল্ডের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীতে ফসল কর্তন উৎসব ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, চট্টগ্রাম

ফসল কর্তন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, ডিএই

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদে ২৮ নভেম্বর ২০১৯ ফসল কর্তন উৎসব ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং এরপরিচালক কৃষিবিদ ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, শ্রমিক সংকট মোকাবিলা ও কৃষিকে লাভজনক করার উদ্যোগ হিসেবে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার বিশেষ ভর্তুকী মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উচ্চফলনশীল নব উদ্ভাবিত জাতসমূহ আবাদ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষিকে লাভজনক করার বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম ফরহাদ, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, কৃষিবিদ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, উপপরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,হাটহাজারীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় কৃষক-কৃষাণী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এর আর্থিক সহযোগীতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর(ডিএই) কুমিল্লা অঞ্চল এর আয়োজনে, ডিএই'র প্রশিক্ষণ হলে, ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ দুই দিন ব্যাপী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মো. আলী আহাম্মদ, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা অঞ্চল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রনসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপপ্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, ঢাকা প্রমুখ। সার্বিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে- ধান, গম ও পাটের উন্নত বীজ কৃষক যেন নিজেই উৎপাদন করে ফসল ফলাতে সক্ষম হয় এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে পারেন তা বাস্তবায়ন করাই এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

শুধু ভাত নয়, পাশাপাশি ফলও খেতে হবে

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব ড. বাবুল চন্দ্র সরকার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি

শুধু ভাত নয়, পাশাপাশি ফলও খেতে হবে। যদিও আমরা দানাশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে ফলের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাই এর উৎপাদন বাড়াতে হবে আরো। সে ক্ষেত্রে আমের ভূমিকা অনন্য। আর তা বাস্তবায়নে বারি উদ্ভাবিত জাতগুলো কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। ২০ ডিসেম্বর বরিশালের রহমতপুরস্থ আরএআরএস হলরুমে আম উৎপাদনের আধুনিক কৌশল শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের(বারি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বাবুল চন্দ্র সরকার এসব কথা বলেন।

এ উপলক্ষে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়া। প্রশিক্ষণে ডিএই, বারি, এআইএস, এটিআই এবং হর্টিকালচার সেন্টারের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে টমেটোর ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় লাভবান কৃষক

শীতকালীন হাইব্রিড টমেটো বাজারজাতকরণে বাছাই করছেন কৃষকেরা

কৃষিবিদ মো.আবদুল্লাহ- হিল- কাফি

গোদাগাড়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বছর উপজেলায় ১ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন হাইব্রিড টমেটোর চাষ হয়েছে। উৎপাদিত টমেটো প্রতিমণ বিক্রি হচ্ছে ৮'শ থেকে ১ হাজার টাকায়।

কৃষকেরা জানান, গত বছর টমেটো চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চলতি মৌসুমে জমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে অল্প জমিতে টমেটো চাষ করে। টমেটো উৎপাদন শুরু থেকেই ভাল ফলন ও ভাল দাম পাওয়ায় লাভবান হচ্ছে।

উপজেলার মহিশালবাড়ীর কৃষক হাসান আলী বলেন, স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর চাকরি না পেয়ে নিজেকে কৃষি পেশায় জড়িয়ে ফেলি। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে টমেটো চাষ করে আসছি। চলতি মৌসুমে ৩ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করেছি। প্রতি বিঘা টমেটো চাষে খরচ হয়েছে ১২ হাজার টাকা। গত ১ সপ্তাহের ব্যবধানে টমেটো বিক্রি করেছেন ১০ হাজার টাকার। তিনি আরো বলেন, টমেটোর উৎপাদন শুরুতে কম হলেও পরে তা বাড়তে থাকে। তাই সঠিক দাম পেলে লাভবান হওয়া যাবে।

এছাড়াও কৃষকদের মাঝে আতঙ্ক রয়েছে ওষুধ দিয়ে টমেটো পাকা নিয়ে। জমি থেকে কাঁচা টমটো উত্তোলন করে হরমোন জাতীয় ওষুধ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় টমেটো পাকানো হতো। এটি গত ২০ বছর ধরে হয়ে আসছিল। অথচ এবার ওষুধ দিয়ে টমেটো পাকানোর কারণে ৩ জন কৃষককে ধরে নিয়ে যায় প্রশাসন। এর পর থেকেই অধিকাংশই কৃষক টমেটো পাকানো ছেড়ে দিয়ে কাঁচা টমেটো বিক্রি করছে কম দামে। এদিকে উপজেলার মহিশালবাড়ী, রেলগেট, উজানপাড়া, কাদিপুর, সাহাব্দিপুর, বসন্তপুর, লালবাগ, প্রেমতলী, বিজয়নগর, হাবাসপুর, মোহরাপুর, গোগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় কাঁচা টমেটো চাষ হচ্ছে।

গোদাগাড়ী কৃষি কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, এ অঞ্চলের মাটির উর্বরতা শক্তি ভালো। টমেটো চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ অঞ্চলের কৃষকের কাছে টমেটো একটি অর্থকরি ফসল। ধান, গমসহ বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি টমেটো চাষ করে প্রায় কৃষক। টমেটো পাকানোর ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ক্যামিকেল জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অপরিপক্ব টমেটো উত্তোলন করে ক্ষতিকর ক্যামিকেল দিয়ে পাকানো হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। টমেটো চাষ, উত্তোলন ও বাজারজাতের উপর স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে কর্মশালার ব্যবস্থা করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফ্তর। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে টমেটো চাষ, উৎপাদন ও বাজারজাত করছে।

শীতকালীন সবজি চাষ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক), বাকৃবি, ময়মনসিংহ এর আয়োজনে শীতকালীন সবজি চাষ বিষয়ক তিনদিনব্যাপী ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান সমন্বয়ক প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম ফারুক, পরিচালক, বাউএক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সবজি চাষ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে কৃষকের অবদান সবচেয়ে বেশি। যুগউপযোগী উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে ড. মোঃ এনামুল হক সরকার, উপ-পরিচালক, বাউএক সমন্বয়ক ও সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাউএক এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারি, স্থানীয় কৃষাণ-কৃষাণী, গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ ও এআইএস এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, বাউএক, ময়মনসিংহ

সিলেটে 'মা ও শিশুর খাদ্য' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটন) আয়োজিত 'মা ও শিশুর খাদ্য' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মোঃ শাহজাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উজ্জামান। তিনি মা ও শিশুর খাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জনসহ ডিএই, ব্রি, ওএফআরডি, এসসিএ, বিএডিসি, বিনা, ছাত্রসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

এসডিজি অর্জনে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, মহাপরিচালক, বিনা

এসডিজি অর্জনে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়। এ জন্য আরো উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা দরকার। তা যেন অবশ্যই লাগসই হয়। সেগুলো কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা সম্ভব। ২১ ডিসেম্বর বরিশালের রহমতপুরস্থ বিনার সম্মেলনকক্ষে বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের পরিচিতি ও আবাদ কৌশল শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এসব কথা বলেন।

বিনা আয়োজিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন, ড. মো. আলমগীর হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, (ব্রি) এবং ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষিতে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে

দক্ষিণবঙ্গের কৃষিতে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। ইতোমধ্যেই এ অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা শতকরা ২১৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এর পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। এজন্য ধানের পাশাপাশি ডাল, তেল ও শাকসবজির আবাদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। তা বাস্তবায়নে দরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং ফসলের উন্নত জাত ব্যবহার। তাহলেই কৃষিকে আরো লাভবান করা সম্ভব। ২৯ ডিসেম্বর বরিশালের রহমতপুরস্থ আরএআরএস সেমিনার কক্ষে পিবিআরজি প্রকল্পের এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব এসব কথা বলেন। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন এবং এগ্রারিয়ান রিসার্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

IOT প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন

শেষের পাতার পর

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম। তিনি তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার নিয়ে বলেন পুরাতন যে প্রযুক্তি বা তথ্যের দ্বারা বিস্তার ঘটত তা বর্তমান হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই, নতুন আর পুরাতন তথ্যকে মিলিয়ে কাজ করলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন অপ্রতিরোধ্য। বর্তমান যুগে সব কিছুই হাতের মুঠোয়। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু জানতে পারে। এর পর তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এতে কার্যকর মানসম্মত তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গনমাধ্যমের সাহায্যে কৃষির আধুনিক তথ্য সহজলভ্য করে কৃষিজীবীদের সচেতনতা সৃষ্টি করে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কর্মশালাটি কারিগরি ও আলোচনা দুটি সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মজুমদার মোঃ ইলিয়াস, উপপরিচালক অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট তিনি কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন অ্যাপ এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও ব্রি'র উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে সেগুলি তুলে ধরেন। মোঃ তমিজ উদ্দিন খান, উপপরিচালক হবিগঞ্জ মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ জনাব মোঃ শাহজাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, সিলেট সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, এটিআই, খাদিমনগর, সিলেট ছিলেন। এছাড়াও কর্মশালায় উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা এআইসিসি ক্লাব কৃষক এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সবজি আমাদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর

প্রথম পাতার পর

সবজি মেলার সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, মাশরুম দেশের পাঁচ তারাকা হোটেলসহ বিদেশে বেশ চাহিদা রয়েছে, এর উৎপাদন বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে যেতে হবে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ অঙ্গীকারের মধ্যে ২টি কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। কন্ট্রাক গোরয়ারস বৃদ্ধি করতে হবে।

আলু ও সবজি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আলুতে আমাদের ৩০ থেকে ৪০ লাখ টন উদ্বৃত্ত। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কৃষিকে যদি লাভজনক করতে হয়, এটাকে বহুমুখীকরণ করতে হবে। অন্যান্য অপ্রচলিত ফসলগুলো উৎপাদন করতে হবে। আলু আমাদের নটিফাইড ক্রপস ছিল। এটকে আমরা তুলে দিয়েছি। আমাদের যারা আলু উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে, তারা বিদেশ থেকে ভালো জাত নিয়ে আসছে । বিএডিসিও ভালো জাত আনছে। আগামী বছরই ভালো জাত এনে আমরা বিদেশে মানসম্পন্ন আলু রপ্তানি করতে পারব।

সবজি নিরাপদ কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা এবং যারা সবজি নিয়ে কাজ করে, তারা মেলায় অনেকগুলো প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। একটু সময় লাগবে আস্তে আস্তে মানুষ সচেতন হচ্ছে। যারা উৎপাদন করছে তারা এটাকে লাভজনক করার জন্য ফেরোমন, নিমসহ অন্যান্য জৈব উপাদান ব্যবহার করছে। যা মানুষের শরীরের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। সবজি উৎপাদনের প্রযুক্তি আমাদের হাতে আছে, এটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, শুধু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের চাহিদা নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তনি করতে পারব।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষি। খাদ্য উৎপাদনই প্রধান এ দিন এখন শেষ। এখন নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের দিন।

কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান। 'পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি চাষ' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ড. শাহাবুদ্দীন আহমদ। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

কৃষিমন্ত্রী এর আগে কেআইবি চত্বরের তিন দিনের জাতীয় সবজি মেলা ২০২০ এর উদ্বোধন করেন। তিনি এ সময় বিশেষ অতিথি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মেলার বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন। মেলা উপলক্ষ্যে বিকাল ৩:০০ টায় মানব উদ্দীপন বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বিএআরসি চত্বর হতে বিজয় সরণি মোড় পর্যন্ত। মানব উদ্দীপন বন্ধনে সবজির বিভিন্ন ধরনের প্লেকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অংশ নেয় কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাগুলো।

মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৬৫টি স্টল ও ৩টি প্যাভিলিয়ন অংশ নিয়েছে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত ছিল। 'পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি' প্রতিপাদ্যে পঞ্চমবারের মতো এ মেলার আয়োজন করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

নিরাপদ খাদ্য পেতে হলে একটু বেশি দাম দিয়ে

শেষের পাতার পর

পরিবর্তন এসেছে। এ অবদান বর্তমান সরকার ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের। তিনি আরও বলেন, আমাদের সবজিতে যেভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যার ফলে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হচ্ছে। আমাদেরকে জৈব কৃষিতে যেতে হবে। মানুষ এখন অনেক সচেতন। সরকার কৃষকদের কাছে নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সবজির বাজার আরো দ্রুত সম্প্রসারিত হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, সবজি যদি পুষ্টিকর না হয়, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। এজন্য আমরা প্রতিটি উপজেলায় নিরাপদ সবজি গ্রাম তৈরি করছি। আস্তে আস্তে সব উপজেলায় নিরাপদ সবজি কর্ণার তৈরি করা হবে। রাজধানীর সেচ ভবনের প্রাঙ্গণে শুক্র ও শনিবার কৃষকের বাজার বসছে। এ বাজারে সব সবজিই নিরাপদ। যা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এ বাজারে নিরাপদ সবজির দাম বেশি হলেও বিক্রি বাড়ছে। এভাবে আমরা ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ সবজি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পৌঁছে দিতে পারব।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ কবির হোসেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শাকসবজি আবাদে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, জেলা ও মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার হিসেবে ছিল ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ টাকা। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৯ সালে শাকসবজি আবাদে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঢাকার সাভার উপজেলার মো. কোব্বাত হোসাইনকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় হয়েছেন দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার মো. আজাগার আলী। তৃতীয় হয়েছেন পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম।

এছাড়াও বাড়ির ছাদে শাকসবজি আবাদে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে ঢাকার মিরপুর এলাকার শাহানাজ মোস্তফা ও চট্টগ্রামের লালখান বাজারের মোস্তাকুর রহমান এবং জাতীয় পর্যায়ে ঢাকার শেওড়া পাড়ার মো. দুলু মিয়া, মানিকনগরের জাহানারা লাউজু এবং ওয়ারীর মো. আজিজুল ইসলামকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শাকসবজি উৎপাদনে হেক্টর প্রতি গড় ফলন সর্বোচ্চ ও দেশের সবজির চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদান রাখায় জেলা পর্যায়ে প্রথম হয়েছে যশোর, যৌথভাবে দ্বিতীয় রংপুর, জামালপুর এবং ও তৃতীয় পাবনা জেলা।

স্টলের যথার্থতা, সাজসজ্জা, প্রদর্শিত দ্রব্যের মান ও পরিমাণ ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা উপস্থাপন করে জাতীয় সবজি মেলা ২০২০ এ অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং যৌথভাবে তৃতীয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ড্যাম)। বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে এসিআই সীড, এসিআই লিমিটেড, দ্বিতীয় মেটাল এগ্রো লিমিটিডে এবং তৃতীয় কৃষক বাংলা এগ্রো প্রোডাক্টস। মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।

মেলায় সরকারি ৮টি ও বেসরকারি ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের ৬৫টি স্টল ও ৪টি প্যাভিলিয়ন অংশ নেয়। তিন দিনের এ মেলায় প্রায় ৩০ লাখ টাকার সবজি বিক্রি হয়। 'পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সবজি' প্রতিপাদ্যে এ মেলার আয়োজক কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তি

বিটিভি'র বাংলার কৃষি অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত সময়সূচি সকাল ৮টা বিটিভি বাংলা সংবাদের পর এবং পুনঃপ্রচার পরদিন দুপুর ১.৪৫ মিনিট

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক

শেষের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস, পরিচালক ক্রপস উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, কৃষিবিদ ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষিবিদ ড. আব্দুল ওয়াহাব, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রমুখ। প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা

❑ পৌষ-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নিরাপদ খাদ্য পেতে হলে একটু বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

জাতীয় সবজি মেলা ২০২০ সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য যদি পেতে হয় বা কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হয় তাহলে একটু বেশি দাম দিয়ে সবজি কিনতে হবে। সবজি চাষ করতে যেসমস্ত উপাদান লাগে সেগুলোর খরচ আগের চেয়ে বেড়েছে। তারপরও যদি বাজার ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা যায়, মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা যায়। তাহলে অনেকাংশে দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। ০৫ জানুয়ারি ২০১৯ রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনবাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে পঞ্চমবারের মতো জাতীয় সবজি মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন বলেন, মেলায় অনেক সবজির প্রযুক্তি আনা হয়েছে। এ প্রযুক্তিগুলো সম্প্রসারণের মাধ্যমে জেলা বা উপজেলা নিলে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হবে। আজ থেকে দশ পনের বছর আগে ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম কেউ চিনতো না। এখন দেশে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশ শাকসবজিতে প্রভুত উন্নতি করেছে, যুগান্তকারী

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক রিভিউ সেমিনার

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারন অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর এ "বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প" এর রিভিউ সেমিনার ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে জাত ছাড়করণ, নিবন্ধন এবং মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ভূমিকা উল্লেখ করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে আরও গতিশীল আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট জেলায় নির্মাণ কাজের সকল তথ্য, স্থাপত্য নকশা, খরচের বিবরণী, নির্মাণ কাজের সিডিউল থাকতে হবে এবং সে মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

কৃষিবিদ আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

IOT প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস,

মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর উদ্যোগে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চল, সিলেট এর আয়োজনে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষিকে এগিয়ে নিতে আরও কিভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে সক্রিয় ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ফসল উৎপাদনে চাষাবাদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সেন্সর based কাজ করে যাচ্ছে। আমাদেরকেও সেদিকে নজর দিতে হবে। তিনি আরও বলেন আগে আমরা ম্যানুয়ালি চাষাবাদ করতাম কিন্তু বর্তমানে IOT অর্থ্যাৎ Internet for things ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিসকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালীকরণ করতে রিভিজিট এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ নিয়েও আলোচনা করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম

কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন

ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd